তারিখ ... 16 JUN 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2

এইচ এস সি পরীক্ষার প্রথম দিনে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল কেন্দ্রে —ইত্তেফাক

বাকেরগঞ্জ পরীক্ষা কেন্দ্রে ফাঁকা গুলী

এইচ এস সি পরীক্ষা শুরু ॥ অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে দেড়শতাধিক বহিষ্কৃত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

সারা দেশে ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গতকাল (বৃহস্পতিবার) হইতে শুরু হইয়াছে। প্রথমদিন অনুষ্ঠিত বাংলা আবশ্যিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে চারজন ছাত্রীসহ মোট ১৬৮ জনকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। বাকেরগঞ্জ কেন্দ্রে পুলিশ ১২ রাউণ্ড ফাঁকা গুলী ছোঁড়ে। এখানে সংঘর্ষে ৬০ জন আহত হয়। গ্রেফতার হয় ১৪ জন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজ কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনকারী তিনজন ছাত্র একজন অধ্যাপককে প্রহার করে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন বিভিন্ন এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে গতকাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া বোর্ডের পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক জনাব দলিলউদ্দিন মণ্ডল জানান। তবে ঢাকা নগরীর তেজগাঁও কলেজ ও মীরপুরের বাংলা কলেজে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে দুইজন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়।

কুমিল্লা বোর্ডের অধীন ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ কেন্দ্রে ৩ জন ছাত্র ও ফয়েজাবাদ কলেজ কেন্দ্রে একজন ছাত্রকে বহিষ্কার করা

(১২শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষামন্ত্রীর এইচ এস সি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক মন্ত্রী প্রফেসর এম এ মতিন এইচএসসি পরীক্ষার প্রথমদিনে গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে নগরীর তিতুমীর কলেজ, ইডেন গার্লস কলেজ ও সিটি কলেজ কেন্দ্র ৩টি পরিদর্শন করেন। শিক্ষামন্ত্রী শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এই সময় শিক্ষামন্ত্রীর সহিত উপস্থিত ছিলেন। —তথ্য বিবরণী।

৬২জন পরীক্ষাকেন্দ্রে যাইতে পারে নাই

খাগড়াছড়ি, ১৯শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা তার) তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সাম্প্রতিক কার্যকলাপের কারণে এবং বোর্ডের পাওনা অনাদায়ের দরুন দীঘিনালা কলেজের মোট ৬৬ জন এইচ.এস-সি পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় যোগদানে ব্যর্থ হইয়াছে। তবে খাগড়াছড়ি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

তারিখ 16 JUN 1986 ...
... 1 ... কলাম 2

এইচ এস সি

(১ম পৃঃ পর)

হয়। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা গতকাল টেলিফোনে জানান যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কেন্দ্রে বহিষ্কৃত তিনজন ছাত্র পরিদর্শক অধ্যাপক হাফিজউদ্দিন আহমেদকে প্রহার করে। কলেজ শিক্ষক সমিতি ঘটনার পর এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হইয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও পরিদর্শকদের নিরাপত্তা দাবী করেন। নিরাপত্তার ব্যবস্থা না নেওয়া হইলে অধ্যাপকগণ পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতে আর অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

আমাদের বরিশাল প্রতিনিধি জানান, গতকাল বাকেরগঞ্জ উপজেলা সদর পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল ধরাকে কেন্দ্র করিয়া এক অপ্রীতিকর ঘটনায় পুলিশ ও বহিরাগতদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং পরে পরীক্ষার্থী ও হল পরিদর্শকদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৬০ ব্যক্তি আহত হইয়াছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ ১২ রাউণ্ড ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে ও ১৪ জনকে গ্রেফতার করে।

জানা গিয়াছে, বাংলা ১ম পত্র পরীক্ষা চলাকালে বাকেরগঞ্জের ইউ এন ও নকলের অভিযোগে জনৈক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করিলে বাহিরে অপেক্ষমান জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিতে শুরু করে। দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা চলাকালে ডিসি হলে উপস্থিত হইয়া বাহিরের জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিলে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ বাধিয়া ওঠে। এই সময় পুলিশের লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে হল পরিদর্শক অমল মুখার্জী প্রতিবাদ জানাইলে তাহাকে ডিসির উপস্থিতিতেই প্রহার করা হয়।

ডিসি ঘটনাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর বিকাল ৫টায় জনতা-পুলিশ, ইউএনও ও কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘেরাও করিয়া ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। ফলে ওসিসহ ৪ জন পুলিশ আহত হয়। পুলিশের পাল্টা হামলায় এখানে ৩০ হইতে ৪০ জন আহত হয়। পরে পুলিশ হলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষার্থী ও পরিদর্শকদের উপর লাঠিচার্জ শুরু করিলে ২০ জন পরীক্ষার্থী ও ১ জন মহিলা পরিদর্শকসহ ২ জন পরিদর্শক আহত হন।

এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ জানান, ইউএনওর বাড়াবাড়ি এবং তাহারই নির্দেশে পুলিশ পরীক্ষার হলে হামলা চালাইয়াছে। তিনি বলেন, ডিসি শিক্ষকদের সহিত দুর্ব্যবহার করেন। ডিসি জানান, নকল সরবরাহের জন্য জমায়েত বহিরাগতদের ছত্রভঙ্গ করিতে গেলে তাহারা পুলিশ ও ইউএনওকে আক্রমণ করে এবং এই ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ ইন্ধন জোগান। জেলা পুলিশ সুপার জানান, ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত নির্দেশেই ফাঁকা গুলী চালানো হইয়াছে। তিনি জানান, এলাকায় অতিরিক্ত রিজার্ভ পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে তবে পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত। এব্যাপারে ইউএনওর সহিত যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নাই। কারণ ক্ষিপ্ত জনতা বিভিন্ন টেলিফোন সংযোগ কাটিয়া দিয়াছে।

এদিকে জাতীয় ছাত্রলীগ বরিশাল জেলা শাখা এক বিবৃতিতে এই ঘটনার নিন্দা করিয়াছে। বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বরিশাল জেলা শাখা শিক্ষক-ছাত্রদের উপর পুলিশী হামলার নিন্দা করিয়াছে।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়ঃ এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন গতকাল (বৃহস্পতিবার) সাতকানিয়া উপজেলার সাতকানিয়া কলেজ কেন্দ্রে নকল ধরাকে কেন্দ্র করিয়া দুইদল পরীক্ষার্থীর মধ্যে সংঘর্ষে ও পরে পুলিশের লাঠিচার্জে ১২ জন পরীক্ষার্থী আহত হয়। এ সময় ২ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়। এই কেন্দ্রে সকাল ১১টা হইতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ বন্ধ থাকে। পরীক্ষায় নকল করার অভিযোগে এই কেন্দ্রে ২৬ জনকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। এদিকে চন্দনাইশ উপজেলার গাছবাড়িয়া কলেজ কেন্দ্রে ৯জন, পটিয়া কলেজ কেন্দ্রে একজন, চকোরিয়ায় ২ জন ও চট্টগ্রাম কলেজ কেন্দ্রে নকলের অভিযোগে একজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে।

আমাদের কালিগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, জামালপুর পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৬জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। ●

খুলনার দৌলতপুর দিবা ও নৈশ কলেজ কেন্দ্র হইতে ৪ জন এবং বঙ্গবন্ধু কলেজ হইতে তিনজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

লক্ষ্মীপুর হইতে নিজস্ব সংবাদদাতা টেলিফোনে জানান যে, এইচ এস সি পরীক্ষার প্রথমদিনে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে গতকাল চন্দ্রগঞ্জ কফিলউদ্দিন কলেজ কেন্দ্র হইতে ৪ জন ছাত্রীসহ ১৪৫ জন এবং লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ কেন্দ্র হইতে ৪ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। উল্লেখ্য, আজ ছিল বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা।

ইডেন ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ কেন্দ্র দুইটিতে গিয়া গতকাল বহু পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবককে নাজেহাল হইতে হয়। ইডেন কলেজ কর্তৃপক্ষ মাত্র একটি দরজা ব্যবহার করিতে দেওয়ায় ছাত্রীদের পরীক্ষার আগে, টিফিনের বিরতিকালে এবং শেষে বাহির হইতে বেশ বেগ পাইতে হয়। অপরদিকে এখানে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলিতেও কিছুই ছিল না। ফলে অভিভাবকরা মেয়েদের আনিতে গিয়াও বিপাকে পড়েন।